কিতাবুছ্ ছালাত আ'লান্ নবী

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

দরূদ শরীফের মাসায়েল

প্রণেতাঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

অনুবাদঃ

মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্‌সালাম, রিয়াদ।

سلسلة تفهيم السنة [٦]

كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

تأليف
محمد إقبال كيلاني

ترجمة
محمد هارون العزيزي الندوي

مكتبة بيت السلام
الرياض

ردمك : ٩٩٦٠-٥٧-٣٦٦-٤

তাফহীমুস সুন্নাহ সিরিজ- ৬

كتاب الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم باللغة البنغالية

কিতাবুছ্ ছালাত আ'লান্ নবী
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

দরূদ শরীফের মাসায়েল

প্রণেতাঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী

অনুবাদঃ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্‌সালাম, রিয়াদ।

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
كيلاني، محمد إقبال
كتاب الصلاة على النبي . / محمد إقبال كيلاني- الرياض، ١٤٢٨هـ
٤٨ ص؛ ١٧ × ٢٤سم (تفهيم السنة؛ ٩)
ردمك: ٤-٣٦٦-٥٧-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١- الصلاة أ- العنوان ب- السلسلة
ديوي ٢٥٢,٢ ١٥٠١/١٤٢٨

رقم الإيداع: ١٥٠١ / ١٤٢٨
ردمك: ٤-٣٦٦-٥٧-٩٩٦٠

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد 16737 الرياض 11474 سعودي عرب
فون: 4460129 فاكس: 4462919
موبائل: 0505440147 - 0502033260

সুচীপত্র

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد)

যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়, তখন এ দাওয়তের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি রাস্তাই খোলা ছিল যে, এ পথের আহবায়ক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে দিক নির্দেশনা আসে, তা গ্রহণ করা । আর যা থেকে তিনি বাধা দেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সামনে অগ্রসর হতে থাকল ,তখন এ মূল নীতিটি বারংবার বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

(ياايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم)

অর্থ ঃ " হে ঈমানদ্বার গণ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট কর না" (সূরা মোহাম্মদ - ৩৩)

যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মত এ মূল নীতির উপর অটল ছিল, ততক্ষ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদ লেহান করেছে। কিন্ত যখন উম্মতের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের বিভিন্ন দল তৈরী হয়েছে, যারা আক্বীদা,বিধি-বিধান, মূল নীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। ফলে এর রেজাল্ট এদাড়াল যে উম্মত পশ্চাদ মুখী হতে লাগল। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্) এর অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান পেশ করেছেন এবলে যে,

(لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها)

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতালম্ভনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো বিশুদ্ধ হতে পারে না।অর্থাৎ নিরংকুশ কিতাব ওসুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখ্য জনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের ঐ বিষ বাস্প আজও গ্রাস করে রেখেছে, আর তারা এর অনুসরণে পশ্চাদ মুখী হচ্ছে। এরও সামাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলে গেছেন।

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

আনন্দের বিষয় হল এই যে, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী একজন উচুমানের ইসলামী চিন্তাবিদ। শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে, তার ছায়া তলে কাজ করেছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ এই যে, তাদেরকে নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার সাথে জড়ানো, যাতে করে তারা বিভিন্ন মুখী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজে আনজম দিতে গিয়ে ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সাথে সম্পৃক্ত, মাসলা মাসায়েল এক মাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু করে ছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু কিতাব প্রস্তুত করেছেন।যা যুবক ও হেদায়েত কামীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি কোর্স। লিখক তাফহিমুস্‌সুন্নায় মাসলা মাসায়েল ও বিধি-দিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্ভন করেছেন, নিঃস্বন্দেহে এটি একক পদ্ধতি, যাতে কোন মতভেদের গুন্‌জায়েস নেই এবং এটা বিলকুল নির্ভুল পদ্ধতি। হয়তবা কোন কোন মাসলা মাসায়েলের বিশ্লেষনে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে, তার দৃষ্টি ভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনি ভাবে তিনি যে রেজাল্ট গ্রহণ করেছেন তাতেও মতভেদ করা যেতে পারে। কিন্তু তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংসয় মুক্ততাতে কোন মতভেদ ও স্বন্দেহ নেই। তাই তার কিতাব সমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তী নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ও হওয়া যেতে পারে। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে মাওলানা কীলানীর লিখনীসমূহ থেকে যুবকদের একটি দল হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছে, আর তারা সুন্নাতে রাসূলের বর্ণনাময় এ কিতাব সমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মতৃপ্তী এবং আনন্দ লাভ করেছে। আল্লাহ্‌ তাদের এ আনন্দকে কিয়ামতের দিনও কায়েম ও স্থায়ী রাখে, আর লিখক ও উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক।

সফীউররহমান মোবারক পুরী
২০শে সফর ১৪২১ হিঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানব জাতির শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীগণের উপরও।

আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ *"আল্লাহ তাআ'লা নবীর উপর রহমত নাযিল করেন। আর তাঁর মালাক তথা ফরিশতাগণ নবীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দুআ' করেন। অতএব হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও নবীর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।"(সূরা আহযাব: আয়াত নং-৫৬)* এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল মুসলমানের জন্য নবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা আবশ্যক। এর দ্বারা দরূদের গুরুত্ব অনুধাবন করা একেবারেই সহজ। রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এর ফযীলত মার্যাদা ও তাৎপর্য অনেক বেশী। এই ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। মানুষের পাপ মার্জন হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয়, ইহজীবনে দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্নতা দুর হয় এবং রোজ হাশরে রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ ও নৈকট্য লাভ হয়। তবে ইসলামের অন্য সব বিধি বিধানের মত দরূদের ব্যাপারেও রয়েছে অতি সুন্দর বিধি বিধান ও অপরূপ নীতিমালা। যা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে ছড়িয়ে আছে।

সৌদি আরব রিয়াদে অবস্থানরত জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী সাহেব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের আলোকে **'কিতাবুছ্ ছালাত আ'লান্ নবী' (দরূদ শরীফের মাসায়েল)** নামে একটি প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা করেছেন। যাতে তিনি রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শারিরীক গঠন, বংশধারা, সংক্ষেপে পবিত্র জীবন, দরূদের অর্থ, ফযীলত, গুরুত্ব, দরূদের শব্দাবলী এবং দরূদ পড়ার স্থানসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। লেখকের বিশেষ অনুরোধে মেলা ব্যস্থতার মধ্য দিয়েও বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে মর্জি করলাম।

বাহরাইনে অবস্থিত শ্রদ্ধাভাজন জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব এর সুপরামর্শে কয়েকটি জায়গায় জরুরী টীকা সংযোজন এবং পুস্তকে উল্লেখিত হাদীসগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বাছাই করণে আগ্রহী হলাম। আর তাঁর বিশেষ সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ন হল। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে উত্তম বদলা দান করুন। অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুহিববুল্লাহ উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাআ'লা তাকেও উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, যেন তিনি পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পরামর্শদাতা, সহযোগী পাঠক-পাঠীকা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রচারক সবার জন্য ইহকালে মঙ্গল ও আখেরাতে নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহন করুন। আমীন।

বারবার, বাহরাইন ঃ
০১/০১/১৪২৮ হিজরী
২০/০১/২০০৭ ইংরেজী

বিনীত ঃ

মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব জামে আব্দুল্লাহ আলী ইয়াতীম
পোষ্ট ঃ ১২৮, মানামা, বাহরাইন।
ফোন নং ঃ +৯৭৩/ ৩৯৮০৫৯২৬

আনাস (রাঃ) বলেনঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ না সে স্বীয় সন্তান, পিতা-মাতা এবং অন্য সব লোক অপেক্ষা আমাকে বেশী ভালবাসে।

(আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনুমাজাহ)

اَلْوَجْهُ الطَّيِّبُ

قَالَتْ اُمّ مَعْبَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

((رَأَيْتُ رَجُلاً :

ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ ، اَبْلَجَ الْوَجْهِ، حُسْنَ الْخُلْقِ،

لَمْ تَعِبْهُ ثَجْلَةٌ ، وَ لَمْ تُزْرِيْهِ صَعْلَةٌ ، وَسِيْمٌ قَسِيْمٌ،

فِيْ عَيْنَيْهِ دَعْجٌ ، وَ فِيْ اَشْفَارِهِ وَطْفٌ،

وَ فِيْ صَوْتِهِ صَهْلٌ وَ فِيْ عُنُقِهِ سَطْعٌ ، وَ فِيْ لِحْيَتِهِ كَثَاثَةٌ اَزَجّ اَقْرَنُ،

اِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، وَ اِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَ عَلاَهُ الْبَهَاءُ،

اَجْمَلُ النَّاسِ وَ اَبْهَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ، وَ اَحْسَنُهُ وَ اَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيْبٍ ،

حُلْوُ الْمَنْطِقِ فَصْلاً لاَ تَزْرٌ وَ لاَ هَزْرٌ ، كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ، رَبْعَةٌ ،

لاَ تَشْنَأُهُ مِنْ طُوْلٍ وَ لاَ تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ،

غُصْنٌ بَيْنَ غُصْنَيْنِ ، فَهُوَ اَنْضَرُ الثَّلاَثَةِ مَنْظَرًا وَ اَحْسَنُهُمْ قَدْرًا،

لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّوْنَ بِهِ،

اِنْ قَالَ سَمِعُوْا لِقَوْلِهِ، وَ اِنْ اَمَرَ تَبَادَرُوْ اِلٰى اَمْرِهِ،

مَحْفُوْدٌ مَحْشُوْدٌ،

لاَ عَابِسٌ وَ لاَ مُفَنَّدٌ))

{ رواه الحاكم، عن حزام بن هشام عن ابيه هشام بن حبيش ابن خويلد رضى الله عنهم}

শারিরীক গঠন

উম্মু মা'বাদ (রাঃ) বলেনঃ

আমি একজন লোক দেখেছি
উজ্জল ও প্রষ্ফুটিত চেহারা সম্পন্ন এবং সৎ চরিত্রবান
মধ্যম পেট, মাথার চুল পরিপূর্ণ, অপূর্ব সুন্দর
চমকপ্রদ চক্ষুযুগল, ঘণ পাতা
গাম্ভীর্য স্বর, লম্বা গর্দান, ঘণ দাড়ী এবং হালকা ও সুন্দর ভ্রু
চুপ থাকলে ভারসাম্যপূর্ণ, কথা বললে মালা মুক্তার মত
দুর থেকে দেখলে যেমন সুন্দর কাছ থেকে দেখলে তার চেয়ে বেশী সুন্দর
মিষ্টভাষী, মাপা মাপা শব্দ, না জড়তা না অষ্পষ্টতা, কথা যেন মুক্তামালা
মধ্যম আকৃতি সম্পন্ন, লম্বাও নন এবং বেঁটেও নন। সুজলা, সুফলা ডালির ন্যায়
সুদৃশ ও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন
সাথীরা তাঁকে গিরে ধরেন, সদা তাঁর সাথে থাকেন
কিছু বললে চুপ করে শুনেন
কোন আদেশ দিলে তা পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন
তাঁদের শ্রদ্ধার পাত্র ও অনুসরণীয়
না মলিন চেহারা সম্পন্ন না বেহুদা বাক্যালাপচারী।

- (মুহাদ্দিস হাকিম হিশাম ইবনু হিযাম থেকে হাদীস টি বর্ণনা করেছেন।)

وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَينِي
وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقتَ مُبَرَّأً مِن كُلِّ عَيبٍ
كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَمَا تَشَاءُ

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

কোন চোখ কখনো আপনার চেয়ে
সুন্দর কাউকে দেখেনি
কোন নারী কখনো আপনার চেয়ে সুন্দর
কোন সন্তান জন্ম দেয়নি
আপনি তো যেন সকল দোষমুক্ত
হিসেবে সৃষ্টি হয়েছেন
যেন আপনাকে আপনার ইচ্ছা মত সৃষ্টি
করা হয়েছে। - হাস্‌সান ইবনু ছাবিত (রাঃ)

বংশধারা

মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনু আব্দিল্লাহ, ইবনু আব্দিল মুত্তালিব, ইবনু হাশিম, ইবনু আব্দিমানাফ, ইবনু কুছাই, ইবনু কিলাব, ইবনু মুররাহ, ইবনু কাআ'ব, ইবনু লুওয়াই, ইবনু গালিব, ইবনু ফেহের (কুরাইশ), ইবনু মালিক, ইবনু নযর, ইবনু কিনানা, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু মুদরিকাহ, ইবনু ইলিয়াস, ইবনু মুদ্বার, ইবনু নাযার, ইবনু মাআ'দ, ইবনু আদনান, ইবনু আদু, ইবনু মাইসা', ইবনু সালামান, ইবনু এওয়ায, ইবনু বূয, ইবনু ক্বামওয়াল, ইবনু উবাই, ইবনু আওয়াম, ইবনু নাশিদ, ইবনু হাযা, ইবনু বিলদাস, ইবনু ইয়াদলাফ, ইবনু ত্বাবিখ, ইবনু জাহিম, ইবনু নাহিশ, ইবনু মাখী, ইবনু আইফী, ইবনু আবকার, ইবনু উবাইদ, ইবনু আল'দুআ', ইবনু হামদান, ইবনু সাবজ, ইবনু ইয়াসরাবী, ইবনু ইয়াহযান, ইবনু ইয়ালহান, ইবনু আরআওয়া, ইবনু আইফা, ইবনু যীশান, ইবনু আইসার, ইবনু আকনাদ, ইবনু ইহাম, ইবনু মুকছির, ইবনু নাহিছ, ইবনু যরাহ, ইবনু সুমাই, ইবনু মযযী, ইবনু ইওয়ায, ইবনু আরাম, ইবনু কায়দার, ইবনু ইসমাঈল, ইবনু ইবরাহীম, ইবনু তারা (আযর), ইবনু নাহুর, ইবনু সারুজ, ইবনু রাউ, ইবনু ফাইজ, ইবনু আবির, ইবনু আরফাকশাও, ইবনু সাম, ইবনু নূহ, ইবনু লামক, ইবনু নাতুশাইহ, ইবনু আখনূ', ইবনু ইদ্রিস, ইবনু ইয়ারিদ, ইবনু মালহালঈল, ইবনু কায়নান, ইবনু আনূশ, ইবনু শীছ, ইবনু আদম আলাইহিসসালাম।

-(রাহমাতুল্লিল আলামীন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৫-৩১, কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনছুরপূরী)

এক নজরে রসূলুল্লাহ (ছাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পবিত্র জীবন

তারিখ	ঘটনাবলী
২২ ই এপ্রিল ৫৭১ ইং	হস্তিবাহিনীর ঘটনার ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পর ২২ই এপ্রিল ৫৭১ ইং মোতাবেক ৯ই রবিউল আওয়াল, বসন্তকালে সোমবার (সকাল) চারটা বিশ মিনিটের সময় মক্কা মুকাররামায় জন্ম গ্রহন করেন।
৪ বা ৫ই মীলাদুন্নবী (ছাঃ)	স'াদ গোত্রের কাছে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বছর বয়সে বক্ষবিদির্ণের প্রথম ঘটনা সংগঠিত হয়।
৬ই মীলাদ	ছয় বছর বয়সে মাতা ইন্তিকাল করেন।
১৬ ই মীলাদ	'হিলফুল ফুযুল' নামক এক সংস্কারমূলক সংগঠনে অংশ গ্রহন করেন।
২৫ই মীলাদ	২৫বছর বয়সে খদীজা(রাঃ)এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।
৩৫ ই মীলাদ	৩৫বছর বয়সে বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় 'হাজরে আসওয়াদ' তথা কাল পাথর কে তার স্থানে রাখার ব্যাপারে বুদ্ধিভিত্তিক মীমাংসা দান করে মক্কা নগরীর লোকদের গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচালেন।
৪১ ই মীলাদ	চল্লিশ বছর ছয় মাস বার দিন বয়সে ১০ ই আগষ্ট ৬১০ইং মোতাবেক ২১ই রমযান সোমবার জীবরীল (আঃ) হেরা গুহায় সর্ব প্রথম ওহী নিয়ে অবতরণ করেন।
৬ ই নুবুওয়াত	আবুজাহল রসূল (ছাঃ) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে।
৭ ই নুবুওয়াত	৪৭ বছর বয়সে আবুতালিব উপত্যকায় বন্দী ও কয়দী হওয়ার পরীক্ষা শুরু হয়।
১০ ই নুবুওয়াত	আবুতালিব উপত্যাকার বন্দী জীবন শেষ হল। আবুতালিব ও খদীজা (রাঃ) ইন্তিকাল করলেন। ছাওদা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এবং তায়েফের দিকে সফর করলেন।
১১ ই নুবুওয়াত	মদীনা মোনাওয়ারার ছয় জন সৌভাগ্যবান লোক ঈমান আনলেন। আয়েশা (রাঃ)-র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।
১২ ই নুবুওয়াত	বক্ষবিদীর্ণের দ্বিতীয় ঘটনা, মি'রাজ গমন এবং দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।
১৩ ই নুবুওয়াত বা প্রথম হিজরী	২৬ শে ছফর মক্কার কুরাইশগণ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। ২৭শে ছফর মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ইং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের জন্য মক্কাকে 'আলবিদা' বললেন। ১২ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬২২ইং জুমাবার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারায় আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) এর ঘরের সামনে অবতরণ করেন। আয়েশা (রাঃ) এর কন্যা বিদায়ী হল।
২য় হিজরী	আবওয়া, বাওয়াত, সফওয়ান বা প্রথম বদর, যিলআশীরা বৃহত্তর বদর, বনুকায়নুকা, আলসুওয়াইক এবং বনূ সুলাইম ইত্যাদি বড় বড় যুদ্ধ সংগঠিত

	হয়েছে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য তৃতীয় বারের মত অপপ্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।
৩য় হিজরী	গাতফান, নাজরান, উহুদ এবং হামরাউল আসাদ ইত্যাদি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। হাফছা (রাঃ) এবং যায়নাব (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।
৪হিজরী	রজী এবং মাউনা কূপের ঘটনা ব্যতীত বনু নযীর এবং দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামাকে (রাঃ) বিবাহ করেছেন। যায়নাব বিনতু খুযাইমার (রাঃ) ইন্তিকাল করেছেন।
৫ম হিজরী	দৌমাতুল জুন্দল, বনুমুছতালিক, আহযাব বা খন্দক এবং বনুকুরাইযার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়ার ঘটনা হয়। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনতু জাহাশ ও জুওয়াইরিয়া (রাঃ) কে বিবাহ করেন।
৬ষ্ঠ হিজরী	উরানিয়ীন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি সংগঠিত হয় এবং উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে বিবাহ করেন।
৭ম হিজরী	বিভিন্ন রাজা বাদশাদের নামে প্রত্র লিখে প্রেরণ করেন। গাবা, খায়বার, ওয়াদিউলকুরা এবং যাতুর রিক্কার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাগলের গোস্তে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাফিয়্যাহ এবং মায়মূনা (রাঃ) কে বিবাহ করলেন। ছাহাবীদের সাথে কাযা উমরা আদায় করলেন।
৮ম হিজরী	মাওতার যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, হুনাইন বা হাওয়াযেন এবং তায়েফের যুদ্ধ সংগঠিত হল। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেয়ে যায়নাব (রাঃ) ও ছেলে ইব্রাহীম (রাঃ) মৃত্যু বরণ করলেন।
৯ম হিজরী	তাবুকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ব্যভিচারের কথা স্বীকারকারীকে রজম করার আদেশ দেয়া হয়। বিভিন্ন দল ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্যে মদীনায় উপস্থিত হন।
১০ম হিজরী	হুজ্জাতুল বেদা তথা বিদায়ী হজ্জ পালন করেছেন।
১১ হিজরী	২৯শে ছফর সোমবার মৃত্যুরোগ আরম্ভ হয়। ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার চাশতের সময় ৬৩ বছর চারদিনের বয়সে পবিত্রাত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। ১৪ই রবিউল আওয়াল বুধবার রাত্রে আয়েশা (রাঃ) এর মোবারক কামরায় দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।

পবিত্রাত্মা পত্নীগণ (রাঃ)

নাম (পিতার নাম সহ)	বৈবাহিক অবস্থা	বিবাহের তারিখ	বিবাহের সময় বয়স	বিবাহের সময় রসূল (ছাঃ) এর বয়স	মৃত্যু তারিখ	পূর্ণ বয়স	এক সাথে জীবন যাপনের সময়
খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রাঃ)	বিধবা	২৫শে মীলাদ	৪০ বছর	২৫ বছর	১০ই নুবুওয়াত	৬৫ বছর	২৫ বছর
ছাউদা বিনতু যামআহ (রাঃ)	বিধবা	১০ই নুবুওয়াত	৫০ বছর	৫০ বছর	১৯ হিজরী	৭ বছর	১৪ বছর
আয়েশা বিনতু আবিবকর (রাঃ)	কুমারী	১১ই নুবুওয়াত	৯ বছর	৫৪ বছর	৫৭ হিজরী	৬৩ বছর	৯ বছর
যায়নাব বিনতু খুযায়মা (রাঃ)	বিধবা	৩ হিজরী	৩০ বছর	৫৫ বছর	৩০ হিজরী	৩০ বছর	৩ মাস
উম্মু সালামা বিনতু আবু উমাইয়াহ (রাঃ)	বিধবা	৪ হিজরী	৫৬ বছর	৫৬ বছর	৬০ হিজরী	৮০ বছর	৭ বছর
যায়নাব বিনতু জাহাশ (রাঃ)	তালাক প্রাপ্তা	৫ হিজরী	৩৬ বছর	৫৭ বছর	২৫ হিজরী	৫৬ বছর	৬ বছর
জুওয়াইরিয়া বিনতু হারিছ (রাঃ)	বিধবা	৫ হিজরী	৩০ বছর	৫৭ বছর	৫৬ হিজরী	৮১ বছর	৬ বছর
উম্মু হাবীবা বিনতু আবি সুফয়ান (রাঃ)	বিধবা	৬ হিজরী	৩৬ বছর	৫৮ বছর	৪৪ হিজরী	৭৩ বছর	৬ বছর
ছাফিয়্যা বিনতু হুয়াই ইবনু আখতাব (রাঃ)	বিধবা	৭ হিজরী	১৭ বছর	৫৯ বছর	৫০ হিজরী	৫০ বছর	৩ বছর নয় মাস
মায়মুনা বিনতু হারিছ (রাঃ)	বিধবা	৭ হিজরী	৩৬ বছর	৫৯ বছর	৫১ হিজরী	৮০ বছর	৩ বছর ৩ মাস
হাফছা বিনতু উমর (রাঃ)	বিধবা	৩ হিজরী	২২ বছর	৫৫ বছর	৪১ হিজরী	৫৯ বছর	৮ বছর

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

(১) একসাথে সর্বোচ্চ নয় জন পত্নী ছিলেন।

(২) ৫ম হিজরীতে রায়হানা বিনতু শামউন (রাঃ) বাঁদী হিসেবে দাম্পত্য জীবনে শরীক হলেন।

(৩) ৬ষ্ঠ হিজরীর পর নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারিয়া কিবতিয়্যাহ (রাঃ) কে বাঁদী হিসেবে গ্রহণ করলেন।

পবিত্র সন্তান-সন্ততি

পুত্র সন্তানগণঃ

১ - কাসিম (রাঃ) তিনি খদীজা (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালেই ইন্তেকাল করেন।

২ - আব্দুল্লাহ (তৈয়ব ও তাহির রাঃ) তিনিও খদীজা (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন।

৩ - ইব্রাহীম (রাঃ) তিনি মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন।

বিঃ দ্রঃ তৈয়ব ও ত্বাহির আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর উপাধী ছিল।

কন্যা সন্তানগণঃ

১ - যায়নাব (রাঃ) তিনি আবুল আ'ছ (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

২ - রুকাইয়া (রাঃ) তিনি উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৩ - উম্মু কালছুম (রাঃ) তিনি উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৪ - ফাতিমা (রাঃ) তিনি আলী (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

নাতি-নাতনীগণঃ

*** যায়নাব (রাঃ) এর গর্ভে**

১ - আলী (রাঃ)

২ - একজন ছেলে, নাম অজ্ঞাত

৩ - উমামা (রাঃ)

*** রুকাইয়া (রাঃ) এর গর্ভে**

১ - আব্দুল্লাহ (রাঃ)

*** উম্মুকালছুম (রাঃ) এর গর্ভে**

কোন সন্তান নেই

*** ফাতিমা (রাঃ) এর গর্ভে**

১ - হাসান (রাঃ)

২ - হুসাইন (রাঃ)

৩ - মুহসিন (রাঃ)

৪ - উম্মু কালছুম (রাঃ)

৫ - যায়নাব (রাঃ)

বিঃ দ্রঃ

(১) মনে রাখবেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তী বংশধারা তাঁর দুই কন্যা ফাতিমা (রাঃ) এবং রুকাইয়া (রাঃ) এর সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমেই অব্যাহত রয়েছে। রুকাইয়া (রাঃ) এর সন্তান-সন্ততি সাদাতে বনী রুকাইয়া নামে প্রসিদ্ধ আর ফাতিমা (রাঃ) এর সন্তান-সন্ততি সাদাতে বনী ফাতিমা নামে প্রসিদ্ধ।

(২) আলে মুহাম্মদ বলতে বুঝায় সে সব লোককে, যারা হলেন রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব অনুসারী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ . أَمَّا بَعْدُ !

জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হল সময়। সময়ের সমূদ্র খুব দ্রুত বয়ে যায়। কোথাও থেমে যায়না কিংবা কারো অপেক্ষা করেনা। এটি সময়ের মেহেরবানী যে সে অনবরত চলতে থাকে এবং আমাদেরকে জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও মুছিবত সহ্য করার উপযোগী করে তুলে। আবহমান সময় মনের দুঃখের উৎকৃষ্ট উপশম। যদি সময় থেমে যায় তাহলে মনে হয় পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। আর প্রত্যেক মানুষ দুঃখের স্বরূপ ও বিষন্নতার ভাস্কর্য মনে হবে।

কয়েক বছর আগের কথা, জীবন তার স্বভাব গতিতে দ্রুত এগুচ্ছিল। হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটে গেল যা মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নিল এবং রাতের শান্তি ছিনিয়ে নিল।

জীবনের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। তখন আমি কিতাবুচ্ছালাত লিখতেছিলাম। এখন চিন্তা করে নিজেই হতভম্ভ হই যে, আমার মত একজন স্বল্প জ্ঞানের লোকের মাধ্যমে এসকল কাজ-কিভাবে হয়ে গেল। বাস্তব কথা হলঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস সংকলনের ব্যস্ততা আমাকে নিজের ভিতরে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। বহির বিশ্বে যে সকল শোর-গোল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফ্যাসাদ হচ্ছিল তা ছিল আমার কাছে দ্বিতীয় স্তরের জিনিস। কাজেই আমি যে শুধু অনেক দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছি তা নয় বরং প্রোগ্রাম মোতাবেক আমার কাজে কোন রকমের বিরতি আসেনি। যদি কিতাবুচ্ছালাতের ব্যস্ততা না থাকত তা হলে আজ আমার জীবনের নকশা অনেকটা ভিন্ন হত। যেন হাদীসে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ছোট্ট সংকলনটি জীবনের অত্যন্ত কঠিন ও দুস্কর সফরে আমার জন্য সবচেয়ে বেশী সহানুভুতিশালী ও সহযোগী বলে প্রমাণ হল। আমার বিশ্বাস যে, আমার সমূহ পাপ-পঙ্কিলতা ও ভূল-ক্রটির পরেও আল্লাহ তাআলা আমার উপর এত বড় একটি ইহসান করলেন দরূদ শরীফের ফযীলত ও বর্কতের কারণে। হাদীস সমূহ পড়া বা লেখার সময় বার বার নবীকুল শিরোমনী, মুত্তাকীদের ইমাম, সারা জাহানের জন্য রহমত, পাপীদের জন্য শাফায়াতকারী এবং সত্য পথের প্রদর্শক মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক নাম মুখ দিয়ে উচ্চারণ হয়ে থাকে। সত্যবাদী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক সাথী উবাই ইবনু কা'আব (রাঃ) কে কতই না সত্য কথা বলেছেনঃ যে হে কা'আব! যদি তুমি তোমার সম্পূর্ণ সময় আমার উপর দরূদ পড়ার জন্য উৎসর্গ করে দাও তাহলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের দুশ্চিন্তা ও দুঃখের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালাম সম্পর্কে বলেছেনঃ (قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا هُدًى وَشِفَاءٌ)

হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন। ঈমানদারদের জন্য এই কুরআন হিদায়েত ও শিফা।

এই একই কথা নির্দ্বিধায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের ব্যাপারেও বলা যেতে পারে যে, ঈমানদারদের জন্য তা হল হিদায়েত ও শিফা।

ইমাম রমাদী (রহঃ) সম্পর্কে "তারীখে বাগদাদ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে: যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন বলতেনঃ আমাকে হাদীস পড়ে শুনাও কেননা তাতে রয়েছে শিফা। পাক ভারত উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহঃ) এর পরিবারের ধর্মীয় অবদানের কথা কার অজানা?। তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ) বলতেনঃ দ্বীনি খেদমতের যা সৌভাগ্য আমি অর্জন করেছি তা সব একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতেই।

আল্লামা সাখাবী (রহঃ) 'আল কাউলুল বদী' গ্রন্থে অনেক মুহাদ্দিসের স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। যার দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, তাদের সবাইকে শুধুমাত্র একারণেই ক্ষমা করা হয়েছে যে তাঁরা হাদীস লেখার সময় রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের সাথে সাথে দরূদ পড়তেন। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস এবং দরূদ শরীফের ফয়েজ বরকত ব্যক্তিগত ভাবে উপলব্ধি করতে পারার সাথে সাথে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, 'কিতাবুত্ তাহারাতের' পর 'কিতাবু ইত্তিবায়ে সুন্নাহ' -র পূর্বে 'কিতাবুচ্ছালাত আলান্নাবী' অর্থাৎ 'দরূদ শরীফের মাসায়েল' প্রথমে লিখে ফেলব। আলহাম্‌দু লিল্লাহ 'আল্লাহ তাআলা আমার ইচ্ছা ও আশা পূর্ণ করেছেন। কিতাবের সকল সৌন্দর্য্য একমাত্র আল্লাহর রহমতের ফল আর সকল অসম্পূর্ণতা আমার দুর্বলতার কারণ।

রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বরযখী জীবন এবং সালামের জবাব।

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কবর থেকে সালাম দাতার উত্তর দিয়ে থাকেন। কবরে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শোনা এবং উত্তর প্রদান কি ভাবে? এব্যাপারে একথা স্বরণ রাখা দরকার যে, ইহজীবন হিসেবে যেভাবে অন্য মানুষের উপর মৃত্যু আসে সেভাবে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরও মৃত্যু এসেছে। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ **(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)**

হে মুহাম্মদ! আপনিও মৃত্যু বরণ করবেন এবং তারাও (কাফের-মুশরিকরাও) মৃত্যু বরণ করবে। (সূরা ঝুমারঃ ৩০) সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ– اَفَإِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَبِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً *وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ*

'আর মুহাম্মদ রসুল ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর আগেও অনেক রসুল চলে গেছেন। তা হলে কি তিনি যদি মৃত্যু বরণ করেন কিংবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদের ছাওয়াব দান করবেন। (আলে ইমরানঃ ১৪৪।) সূরা আম্বিয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ* اَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُوْنَ*

'আপনার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হবে?। (সুরা আম্বিয়াঃ ৩৪)

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের সময় আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ মুহাম্মদের ইবাদত করতে তারা যেন জেনে রাখে যে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন।'

কাজেই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর পবিত্র শরীরকে গোসল দেয়া হয়েছে, কাফন পরা হয়েছে, জানাযার ছালাত আদায় করা হয়েছে এবং কয়েক মন মাটির নীচে কবরে দাফন করা হয়েছে। সুতরাং এটা একেবারেই নিঃসন্দেহ কথা যে, ইহকালীন জীবন হিসেবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু বরণ করেছেন। তবে তাঁর বরযখী জীবন, সকল নবী-রসূল, শহীদ,ওলী এবং নেককার লোকদের চেয়ে অনেক অনেক পরিপূর্ণ। বরযখী জীবন সম্পর্কে জেনে রাখা উচিত যে, এই জীবনটি মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীর জীবনের মতও নয় এবং কিয়ামতের পরের জীবনের মতও নয়। আসলে সেই জীবনের বাস্তবতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। তাই আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۔

'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাঁদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝনা'। (সূরা বাকারাঃ ১৫৪)

যেহেতু আল্লাহ তাআ'লা বর্যখী জীবন সম্পর্কে অকাট্যভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, বর্যখী জীবনের ধরণ সম্পর্কে তোমাদের কোন বোধ নেই। সেহেতু এব্যাপারে আমাদের জন্যেও যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানো উচিত নয়। এরূপ যুক্তি পেশ করা মোটেও ঠিক হবেনা যে, যখন সালামও শুনেন এবং তার উত্তরও দিয়ে থাকেন তাহলে সেই জীবন দুনিয়াবী জীবন থেকে ভিন্ন হবে কেন? অথবা যখন তিনি সালাম শুনেন তাহলে অন্য কথা-বার্তা শুনবেন না কেন? ইত্যাদি।[1] আসলে আমাদের ঈমানের চাহিদা হল, যা কিছু আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তাকে কোন রকম কমবেশ না করে সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নেয়া। যে ব্যাপারে চুপ থেকেছেন সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার পরিবর্তে চুপ থাকা। এটাই হল স্বীয় দ্বীন-ঈমান বাঁচানোর নিরাপদ উপায়।

একটি বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের খন্ডনঃ

বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন ভাষায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কিছু মালাইকাহ তথা ফরিশতাদের দায়িত্ব দিয়েছেন যে, তারা যেন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং

---

[1] বর্ণিত আছে, **"যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে আমার উপর দরূদ পড়বে তা আমি শুনব"** মুহাদ্দিস ইবনু সামউন 'আল আমালী' গ্রন্থে, খতীব বাগদাদী 'তারীখ' গ্রন্থে, ইবনু আসাকির 'তারিখ' গ্রন্থে মুহাদ্দিস উকাইলী 'আয যুআ'ফা' গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী 'শুআ'বুল ঈমান' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুহাদ্দিস উকাইলী (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীসটি ভিত্তিহীন। খতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেনঃ এই হাদীস ছেড়ে দাও। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) 'আল মাওযুআ'ত' গ্রন্থে বলেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়। শায়খ আলবানী (রহঃ) বিস্তারিত আলোচনা করে হাদীসটির সনদ এবং অধিকাংশ শব্দকে জাল প্রমাণিত করেছেন। ইমাম ইবনু দিহ্ইয়াও (রহঃ) হাদীসটিকে জাল বলেছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ হাদীসটির আংশিক অর্থ ঠিক থাকলেও এর সনদ অনির্ভরযোগ্য। অন্যত্র তিনি বলেনঃ হাদীসটি জাল, মুহাম্মদ ইবনু মারওয়ান ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেনি। আর সে ছিল মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমতে মিথ্যুক। ইমাম যাহাবী (রহঃ) 'আল মীযান' গ্রন্থে বলেছেনঃ ইবনু মারওয়ানকে সবাই ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার উপর মিথ্যুক হওয়ার অপবাদ আছে। তারপর ভ্রান্ত ও জাল হাদীসগুলোর উদাহরণ স্বরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনু হাজর (রহঃ) বলেছেনঃ হাদীসের সনদ ভাল। কিন্তু আল্লামা মুনাবী (রহঃ) দলীল সহকারে তা রদ করে দিয়েছেন। শায়খ আলবানীও হাফেযের কথা রদ করে দিয়েছেন। হাফেয সুয়ূতী (রহঃ) 'আল লাআলী' গ্রন্থে হাদীসের সঠিক অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশকেও সহীহ বানানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু এর স্বপক্ষে প্রামাণ্য ও গ্রহনযোগ্য কোন হাদীস আনতে সক্ষম হননি। হাফেয সাখাবী (রহঃ) 'আল কাউলুল বদী' গ্রন্থে হাফেয ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) এর কথা উল্লেখ করে বলেনঃ এই হাদীসের সনদ গ্রহনযোগ্য নয়। আল্লামা ইবনু আব্দিল হাদী (রহঃ) 'আচ্ছারিমুল মুনকী' গ্রন্থে বলেনঃ এই হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনু মারওয়ান ব্যতীত অন্য কেউ বলেনি। তার হাদীস অগ্রহনযোগ্য। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মাদ হুসাইনী সন্দ্রোসী (রহঃ) বলেনঃ হাদীসটি জাল। [যয়ীফুল জামিউস সাগীরঃ হা/নং - ৫৬৭০, সিলসিলা যয়ীফা ঃ ১/৩৬৬, হা/নং - ২০৩, ফয়যুল কাদীরঃ ৬/১৭০, আলকাশফুল ইলাহী ঃ ২/৭০১, হা/নং - ৯৪০।]

তবে বেশ কিছু সহীহ হাদীস [যথাঃ সহীহ সুনানু নাসায়ীঃ ২/৪৫, হা/নং ১২৭৮, সিলসিলা সহীহাঃ ৪/৪৩, হা/নং ১৫৩০, সহীহুল জামিউস সাগীরঃ নং ১২০৮, সহীহ সুনানু আবিদাউদঃ ২/১৭৬, হা/নং ২০৪২।] দ্বারা বুঝা যায় যে, রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের নিকট ছালাত ও সালাম পাঠ করা কিংবা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে পাঠ করা উভয় সমান। উভয় অবস্থাতেই মালাইকাদের মাধ্যমে রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উম্মতের ছালাত ও সালাম পৌঁছে যায়। (দেখুন-মাসআলা নং ২৭।) তারপর তিনি সেই সালামের উত্তর প্রদান করে থাকেন। (দেখুন-মাসআলা নং ১৪।) তাই বলি, কবরের কাছে গিয়ে দরূদ পড়া হলে তা রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি নিজের কানে শুনেন বলে ধারণা করা, যেমন অনেকে মনে করে থাকেন, শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে একটি ভ্রান্ত ও বাতিল আক্বীদা। -(অনুবাদক)

যারা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ-সালাম পাঠ করে, তাদের দরূদ ও সালাম যেন তারা তাঁর কাছে পৌঁছায়। (আহমদ,নাসায়ী,দারিমী ইত্যাদি)
এই হাদীসের পরিষ্কার অর্থ হল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা কবর শরীফে উপস্থিত থাকেন। আর সর্বস্থানে উপস্থিত ও সর্বদর্শী হন না। বাস্তবে যদি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বস্থানে উপস্থিত ও সর্বদর্শী হতেন তাহলে মালাক তথা ফরিশতা নির্ধারণ করে তাঁর কাছে দরূদ-সালাম পৌঁছানোর কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? কোন কোন হাদীসে স্পষ্টভাবে একথাও পাওয়া যায় যে, মালাকগণ (ফরিশতাগণ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এটাও বলেদেন যে, এই দরূদ-সালাম প্রেরণ করেছেন অমুকের ছেলে অমুক। এর দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমুল গায়েব ছিলেন না। কারণ যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে মালাকদের বলতে হতনা দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী কে?।

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এরূপ দরূদ ও সালামঃ

এমনিতেই বর্তমানে দ্বীনে ইসলামে বিদাতের সংযোগ দৈনন্দিন জীবনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে যিকির-আযকার ও দুআ'অযীফার বেলায় মানুষের মনগড়া এবং সুন্নাহ বিরূদ্ধ অনেক বস্তু সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। ফলে মাসনূন দুআ'ও যিকির যেন ভূলে যাওয়া অধ্যায় হয়ে গেছে। অনেক মনগড়া ও গায়রে মাসনূন দরূদ-সালাম সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। যেমন দরূদে তাজ, দরূদে তুনাজ্জীনা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির পড়ার নিয়ম ও সময় ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়েছে। আবার এগুলোর অনেক উপকারের কথাও বিভিন্ন বই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত এসকল দরূদের একটির শব্দও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এগুলো পড়ার নিয়ম এবং এগুলোর উপকারের কথা বাতিল হবে বৈকি।[২]

---

[২] যেমন **'দোয়ায়ে গাঞ্জল আরশ'** নামে শায়ের -মাহতাব উদ্দিন মোঃআব্দুল কুদ্দুস কর্তৃক রচিত এবং সোলেমানীয়া বুক হাউস ৭,বায়তুল মোকাররম, বই বিপণী ও ৫০, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত একটি বইয়ে দোয়ায়ে গাঞ্জল আরশ, দোয়ায়ে কাদাহ, দোয়ায়ে হাবিবী, দরূদে তাজ, আহাদ নামা এবং দরূদে তুনাজ্জিনা নামে অনেকগুলো দোয়া ও দরূদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এগুলির একটিরও কোন উল্লেখ হাদীসে রসুলের কোথাও পাওয়া যায়না। লেখক দোয়ায়ে গাঞ্জল আরশ সম্পর্কে বলেছেনঃ "মনে কর কালি যদি হয় পানি সমস্ত, তামাম বৃক্ষ কলম হয় ঐ মত, আসমান জমিন যদি হয় কাগজের মত, জ্বিন ইনসান পশু পক্ষী লিখে অবিরত, কিয়ামত পর্যন্ত যদি লিখে ফযিলত, শেষ হবেনা শুন দোয়ার এই এমনি বরকত"। (পৃঃ ৩) "এই দোয়া যেবা সদা পাঠ করিবে, প্রথমে ঈমান তার ছালামতে রবে, দ্বিতীয় ঈমানের সাথে মউত তার হবে, রুজী রোজগার বেশুমার দুনিয়া মাঝে রবে, কখনও কোন কাজে ও কথায়, হবেনা গমগীন সে কখনও ব্যথায়। তৃতীয় দুশমন তার কেউ না রহিবে, বিপদে আপদে সে খালাছ পাইবে। চতুর্থ রেজেকে তাহার কমি না হইবে, আওলাদ ফরজন্দ নিয়া সুখেতে রহিবে। গোরের আজাব সে কভু না দেখিবে, সাওয়াল জবাব তাহার সহজ হইবে। বিদ্যুৎ গতিতে সে হবে পুল পার, কতই তহিব নবী ফযিলত ইহার"। (পৃঃ ৩) "অথবা হয় যদি কারো কঠিন বিমার, ঔষধে বিষুদে তার কিছু নয় হবার, তবে যেন সেই জন সাদা বরতনে, জাফরান কালি দিয়া দোয়া লিখে যতনে, ধুইয়া উহা খাওয়াইবে করিয়া একীন, শাফা করিবে জেনো এলাহী আলমীন। যে মুমিন ফরজন্দ থেকে হবে নাউমিদ, স্ত্রীকে পিলাইবে পানি হইবে মুফিদ। একুশ দিনের তরে অথবা একচল্লিশ, প্রতিদিন নতুনভাবে দোয়া লিখিতে বলিস, এইভাবে নিয়মিত করিলে আমল, মাকসুদ হইবে পুরা পাইবে হামল। (পৃঃ ৩ , ৪) এমনিভাবে দোয়ায়ে কাদাহ সম্পর্কে বলেছেনঃ "আসমান জমিন সৃষ্টির পাঁচশত বৎসর আগে, লিখিয়াছেন এই দোয়া নূরের রৌশনীতে অনুরাগে, আল্লাহর হুকুম তবে পৌঁছাইনু তোমায়, নিজে পড় পড়িতে বল উম্মত সবায়, পাইবে মর্তবা অতি রোজ হাশরে, দিদারে এলাহি পাবে বেহেশতে মাঝে। (পৃঃ ১৩) এমনিভাবে এই বইতে উল্লেখিত প্রতিটি দোয়া-দরূদের ব্যাপারে অনেক অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। যা সবই ভিত্তিহীন, বাতিল এবং বানোয়াট বৈ কিছু নয়। অত্যান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে এই সকল বইকে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। অথচ এগুলোতে অধিকাংশই ভ্রান্ত, জাল, বানোয়াট ও বাতিল কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়না। একটু চিন্তা করে দেখুন, যদি উক্ত দোয়া-দরূদের এরূপ মহান ফযীলত থাকত, যা এসকল কিতাবে লিখা আছে। তাহলে প্রশ্ন হবে

শরীয়তে মনগড়া ও গায়রে মাসনূন কাজের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলো প্রত্যেক মুসলিমের দৃষ্টিতে থাকা উচিত, যেন এই সংক্ষিপ্ত ও অতি মূল্যবান জীবনে ব্যয় কৃত সময়, সম্পদ এবং অন্যান্য যোগ্যতা কিয়ামতের দিন ধ্বংস না হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কোন কাজ করেছে যার ভিত্তি শরীয়তে নেই, সেই কাজ প্ররিত্যাজ্য। (বুখারী,মুসলিম) অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এই কাজের কোন ছাওয়াব পাওয়া যাবেনা। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক বিদাত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর ঠীকানা হল জাহান্নাম। (আবু নুওয়াইম)

এব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ঘটনাটি খুবই শিক্ষণীয় হবে বলে মনে করি। ঘটনাটি এরূপ যে,তিন ব্যক্তি নবী পত্নীগণের কাছে আসলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। যখন তাদের বলা হল, তখন তাদের থেকে একজন বললঃ আমি এখন থেকে সারা রাত ছালাত পড়ব এবং মোটেও বিশ্রাম নেব না। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ আমি এখন থেকে সব সময় ছিয়াম পালন করব আর কখনো ছাড়বনা। তৃতীয় ব্যক্তি কললঃ আমি কখনো বিয়ে করব না। নারীদের থেকে অনেক দুরে থাকব। যখন রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবিষয়ে জানতে পারলেন তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি তোমদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আল্লাহ কে ভয় করি, সব চেয়ে বেশী পরহেজগার, আমি রাত্রে ছালাতও পড়ি আবার ঘুমাইও, ছিয়ামও পালন করি আবার ছেড়েও দেই এবং আমি মহিলাদের বিয়েও করি। সুতরাং মনে রেখ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

পাঠকবৃন্ধ! একটু চিন্তা করুন। উল্লেখিত হাদীসে তিন ব্যক্তি তাদের ধারণা মতে নেক কাজ করা এবং বেশী ছাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাদের নিয়ম নিজেদের বানানো এবং সুন্নাহ বিরূদ্ধ ছিল বিধায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। দরূদ ও সালামের ব্যাপারেও সমান কথা হবে।

মনগড়া ও সুন্নাহ বিরূদ্ধ দরূদ ও সালামের জন্য সবরকমের মেহনত, প্রচেষ্টা অকেজু এবং উপকার শূন্য হবে। বরং খুব বেশী সম্ভব যে হয়ত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসন্তুষ্টি এবং রাগের বড় কারণ হবে। সুতরাং আপনারা সে দরূদ পাঠ করুন যা রসূলুল্লাহ ছাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। মনে রাখবেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মূখ থেকে বের হওয়া একটি শব্দ পৃথিবীর সকল ওলী বুজর্গ এবং সৎলোকদের বানানো কালাম অপেক্ষা অনেক অনেক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ হবে।

দরূদ শরীফের মাসায়েল লেখার সময় হাদীসগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহীহ এবং হাসান এর মাপকাঠি স্থিতিশীল রাখার পূর্ণ চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও যদি কারো নজরে কোন দুর্বল হাদীস ধরাপড়ে তাহলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

পুস্তকটি তৈরী করার ব্যাপারে আমার সম্মাণিত বন্ধু জনাব হাফেজ আব্দুররহমান সাহেব (প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়) উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছেন। মুহতারাম আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রীস কীলানী সাহেব পান্ডুলীপিকে পুনরায় দেখার সাথে সাথে তার অক্ষর বিন্যাস ও প্রকাশনার সম্পূর্ণ কাজের

যে, রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব কথা বলে গেলেন না কেন? তদুপরি কোন হাদীস গ্রন্থে এসবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না কেন? অথচ হাদীসে আছে যে, রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরণের কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা উম্মতকে স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন। দ্বীনের কোন কথাই তিনি গোপন রাখেন নি। রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে মিথ্যা বলা মহা পাপ। ফযীলতের নামে জ্বাল হাদীস বর্ণনার এই প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া উচিৎ। অন্যথায় দ্বীনে ইসলামকে তার সঠিক রূপে টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়বে। -(অনুবাদক)

দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মুহতারাম আব্বাজান ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী ও মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ (রহঃ) প্রমূখের মত বড় আলেমদের বিশেষ শীষ্যদের মধ্য থেকে একজন। আর তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কাতিব তথা সুন্দর লিপিকার। উপার্জনের সময় তিনি প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু তিরমিযী, সুনানু নাসায়ী,সুনানু আবি দাউদ, সুনানু ইবনু মাজাহ, মিশকাতুল মাছাবীহ এবং কুরআন মজীদের কতিপয় তাফসীর গ্রন্থ নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'তা'লীকাতে সালাফিয়্যাহ'(নাসায়ী শরীফের ব্যাখ্যা)-র অক্ষর বিন্যাসের জন্য বিশেষ ভাবে আব্বাজানকে নির্বাচন করলেন।

আল্লাহ তাআ'লা আব্বাজানের উপর অনেক বড় এহসান করেছেন যে, তিনি আটান্ন বছর বয়সে কুরআন হিফজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি হস্তলিপি চর্চার সাথে সাথে জ্ঞানার্জন শেষ হবার পরপর নিজ গ্রামে (কীলিয়া নাওয়ালা, গোজরানাওয়ালা) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিগত বিশ বছর থেকে উপার্জন চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। যখন থেকে 'হাদীস পাবলিকেশান্স' এর প্রচারনা শুরু হল, তখন থেকে পান্ডুলিপি চেক করা, লিপিবদ্ধ করা, ছাপানো এবং তা বন্টন করা ইত্যাদি সব নিজেই করতেন। পাঠকবৃন্ধ আপনারা দুআ' করবেন, যেন আল্লাহ তাআ'লা মুহতারাম আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস কীলানী সাহেবকে দীর্ঘায়ো দান করেন এবং সুস্থ রাখেন। ([৩]) যেন তাঁর তত্ত্বাবধানে কিতাব-সুন্নাহ প্রচারের পরিকল্পনা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর সাথে সাথে সেই সকল ব্যক্তির জন্যেও দুআ' করবেন, যারা শুধু আল্লাহ কে রাজী-খুশী করার জন্য এবং সুন্নাতে রসুলের অনুসরণের আবেগে স্বীয় মুল্যবান সময়, উত্তম যোগ্যতা এবং হালাল রিযিক কিতাব-সুন্নাহের প্রচারের জন্য ব্যয় করছেন। আল্লাহ তাআ'লা এসব লোককে দুনিয়া এবং আখেরাতে নিজ অনুগ্রহে ধন্য করুন এবং রোজ কিয়ামতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ লাভে ধন্য করুন। আমীন।

رَبَّنَاتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

নিবেদকঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

বাদশা সাঊদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব।

---

[৩]. মুহতারাম আব্বাজান হাফেজ মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব কীলানী ১৩ ই অক্টোবর ১৯৯২ ইং তারিখে এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা তাঁর মাগফিরাত এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য দুআ' করবেন।

إِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً . (33: 56)

“আল্লাহ তাআ'লা নবীর উপর রহমত নাযিল করেন। আর তাঁর মালাক তথা ফরিশতাগণ নবীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দুআ' করেন। অতএব হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও নবীর উপর ছালাত ও সালাম প্রেরণ কর।”

-(সূরা আহযাব: আয়াত নং ৫৬)

اللّٰهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

اللّٰهُمَّ

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

مَعْنَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ছালাত {দরূদ} এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

মাসআলাঃ ১ = নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আল্লাহ তাআ'লার ছালাত পাঠের অর্থ হল, রহমত অবতীর্ণ করা। আর ফরিশতাগণ ও মুসলমানদের ছালাত পাঠের অর্থ হল, তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দুআ'করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : **اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ ، تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ .** (رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلاة ، باب الحدث في المسجد)

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার ছালাতের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ তার ওযু না ভাঙ্গা পর্যন্ত মালাকরা অর্থাৎ ফরিশতারা তার জন্য দুআ' করবেন। তারা বলবেনঃ হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ তার প্রতি দয়া কর।** -বুখারী।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: **إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ .** (رواه أبوداود، صحيح سنن أبي داؤد للألباني الجزء الأول رقم الحديث 628.)

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **আল্লাহ তাআ'লা কাতারের ডান পাশের লোকদের উপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং মালাকগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ' করে থাকেন।** -আবুদাউদ।[৫] (অন্য শব্দে হাসান।)

---

[৪] সহীহ আল্ বুখারী , কিতাবুছ্ছালাত।

[৫] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৬২৮, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত "ডান পাশের লোকদের উপর" কথাটি সহীহ সনদে পাওয়া যায়না। বরং হাদীসের আসল শব্দ হ'ল নিম্ন রূপ;- আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করেন যারা কাতারকে মিলায় এবং মালাকগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ' করে থাকেন। (দেখুন- সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৬৭৬, পৃঃ ১৯৯।)

الصَّـــــلاةُ عَلَى الْأَنْبِيَـــــــاءِ

সকল নবীদের উপর দরূদ পাঠ করা

মাসআলাঃ ২ = শুধু নবীদের জন্যই দরূদ পাঠ করা উচিত।

عَنْ ابن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُمَا انَّهُ قالَ:**لا تُصَلُّوْا صَلاةً عَلَى أحَدٍ إلاَّ عَلَى النَّبِىِّ وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ بِالإسْتِغْفَارِ.** (صحيح ، رواه إسماعيل القاضى فى فضل الصَّلاةِ عَلَى النبى ص26، فضل الصلاة على النبى للألبانى رقم الحديث 75 .)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ **নবী ব্যতীত অন্য কারো জন্য দরূদ পাঠ করনা। তবে মুসলিম নর-নারীর জন্য ইস্তেগফারের মাধ্যমে দুআ' করা যেতে পারে।** -ইসমাঈল আল্ কাযী। [১] (সহীহ)

[১] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৭৫।

فَضْلُ الصَّـــلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ
দরূদ শরীফের ফযীলত

মাসআলাঃ ৩ = একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তাআ'লা দশবার রহমত নাযিল করেন, দশটি গুণাহ্ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ** .(صحيح ، رواه النسائى ، صحيح سنن النسائى للألبانى الجزء الأول رقم الحديث 1230.)

আনাস (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুণাহ্ ক্ষমা করবেন, আর তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন**। -নাসায়ী।[৭] (সহীহ)

মাসআলাঃ ৪ = বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নৈকট্য লাভের কারণ।

عَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً** . (صحيح ، رواه الترمذى ، مشكاة المصابيح تحقيق الألبانى الجزء الأول 923.)

ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী আমার নিকটতম হবে সেই ব্যক্তি যে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়ে**। -তিরমিযী।[৮] (সহীহ)

মাসআলাঃ ৫ = রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা এবং তাঁর জন্য জান্নাতে উত্তম মর্যাদা প্রার্থনা করা কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশে ধন্য হওয়ার বড় কারণ।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَوْسَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ**. (صحيح، رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبيصلي الله عليه وسلم، فضل الصلاة على النبي للألبانى رقم الحديث 50 .)

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়বে অথবা আমার জন্য উসীলা (জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা)-র দুআ করবে তার জন্য আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই সুপারিশ করব**। -ইসমাঈল কাজী।[৯] (সহীহ)

---

[৭] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২৩০।

[৮] মিশকাত, তাহকীক: আলবানী, প্রথম খন্ড, হা/নং - ৯২৩।

মাসআলাঃ ৬ = দরূদ শরীফ গুণাহ্ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্নতা থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ قَالَ: **مَا شِئْتَ** .قُلْتُ: الرُّبُعَ .قَالَ: **مَاشِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.** فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ: **مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.** قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: **إِذاً تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ** . (حسن ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذي للألباني الجزء الثاني رقم الحديث 1999 .)

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করি। আমি কত সময় দরূদ পড়ব? তিনি বললেনঃ যত তোমার মন চায়। আমি বললামঃ চতুর্থাংশ? তিনি বললেনঃ যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললামঃ দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললামঃ আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দুর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে। -তিরমিযী। [১০] (হাসান)

মাসআলাঃ ৭ = রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআ'লা রহমত অবতীর্ণ করেন আর তাঁকে সালামদাতার উপর শান্তি বর্ষণ করেন।

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم حَتّٰي دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدْ تَوَفَّاهُ ، قَالَ: فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : مَالَكَ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ. قَالَ: فَقَالَ: **إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي: أَلَا أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ.** (صحيح ، رواه أحمد ، فضل الصلاة على النبي للألباني رقم الحديث 7.)

আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেনঃ একদা রসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ সাজদা করলেন। এমন কি আমাদের ভয় হল তাঁর কোন ইন্তিকাল হয়ে গেল নাকি। আমি তাঁকে দেখতে আসলাম তখন তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেনঃ তোমার কি হল? আমি তাঁকে আমাদের ভয়ের কথা ব্যক্ত করলাম। তারপর তিনি বললেনঃ **জিবরীল (আঃ) আমাকে বললেনঃ আমি কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেবনা যে, আল্লাহ তাআ'লা বলছেনঃ "যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূপ পাঠ করবে আমি তার উপর রহমত বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করবে আমি তার উপর শান্তি নাযিল করব"**। -আহমদ। [১১] (সহীহ)

---

[৯] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীকঃ আলবানী, হা/নং - ৫০।

[১০] সহীহ সুনানু তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, হা/নং ১৯৯৯।

[১১] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীকঃ আলবানী, হা/নং - ৭।

মাসআলাঃ ৮ = সকাল-বিকাল দশবার করে দরূদ পড়া, রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ অর্জনের বড় কারণ।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَنْ صَلَّي عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ** . (حسن ، رواه الطبراني ، صحيح الجامع الصغير للألباني رقم الحديث 6233 .)

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে দশ বার দরূদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে। -ত্বাবরানী।[১২] (হাসান)

মাসআলাঃ ৯ = দরূদ পাঠ করা দুআ' গ্রহনযোগ্য হওয়ার কারণ।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَي اللهِ ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم : **سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ** . (حسن ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الأول رقم الحديث 486 .)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি ছালাত আদায় করছিলাম। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এবং আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা তারপর নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর উপর দরূদ পাঠ করলাম। অতঃপর নিজের জন্য দুআ' করলাম। তখন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেনঃ **তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে। তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে**। -তিরমিযী।[১৩] (হাসান)

মাসআলা ঃ ১০ = দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআ'লা দশটি রহমত নাযিল করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قال : **مَنْ صَلَّي عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا** . (رواه مسلم ، كتاب الصلاة على النبى صلي الله عليه وسلم)

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তাআ'লা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন**। -মুসলিম।[১৪]

---

[১২] সহীহ জামিউসসাগীর, হা/নং ৬২৩৩।

[১৩] সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হা/নং ৪৮৬।

[১৪] মুসলিম, কিতাবুছছালাত আলান্নাবী।

মাসআলাঃ ১১ = একবার দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআ'লা দশটি রহমত নাযিল করেন। আর একবার সালাম কারীর উপর দশটি শান্তি বর্ষণ করেন।

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ فَقَالَ : **إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ أَمَا يُرْضِيكَ** صلي الله عليه وسلم **أَنَّهُ لَايُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا** . (حسن ، رواه النسائي ، صحيح سنن النسائي للألباني الجزء الأول رقم الحديث 1216.)

আবু তালহা (রাঃ) বলেনঃ একদা নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তখন তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল ছিল। আমরা বললামঃ আমরা আপনার চেহারাতে আনন্দের নিদর্শন দেখতেছি। তখন তিনি বললেনঃ **আমার কাছে জিবরীল (আঃ) এসে একথার সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পড়বে আমি তার উপর দশটি রহমত নাযিল করব। আর যে ব্যক্তি আপনাকে একবার সালাম করবে আমি তার উপর দশটি শান্তি বর্ষণ করব**। -নাসায়ী। [১৫] (হাসান)

মাসআলাঃ ১২ = *একবার দরূদ পাঠ করলে আমল নামায় দশটি পূণ্য লেখা হয়।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَنْ صَلَّي عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ** . (رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ القَاضِيُّ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلي النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم .)

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য দশটি ছাওয়াব লিখে দেন**। -ইসমাঈল আলকাজী। [১৬] (সহীহ)

মাসআলাঃ ১৩ = যতক্ষণ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করা হয় ততক্ষণ ফরিশতারা রহমতের দুআ' করতে থাকেন।

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : **مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّي عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ أَوْ لِيُكْثِرْ**. رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ القَاضِي فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلي النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم

---

[১৫] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২১৬।

[১৬] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ১১।

আমের ইবনু রাবীআ'হ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর দরূদ পাঠ করে তখন সে যতক্ষণ পড়তে থাকবে ততক্ষণ ফরিশতারা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে, অতএব কম বেশ পড়া তার ইচ্ছাধিন ব্যাপার**। -ইবনু মাজাহ। [১৭]

মাসআলাঃ ১৪ = রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দাতার সালামের উত্তর দান করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتَّي أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ** . (حسن ، رواه أبوداود ، فضل الصلاة على النبي للألباني رقم الحديث 6.)

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যখন কোন ব্যক্তি আমাকে সালাম করে তখন আল্লাহ তাআ'লা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের উত্তর দেই**। -আবুদাউদ। [১৮] (হাসান)

বিঃ দ্রঃ- বিভিন্ন হাদীসে দরূদ পাঠের প্রতিদান ভিন্নধরণের বর্ণিত আছে। তা বাস্তবে পাঠকারীর ইখলাছ, ঈমান ও পরহেজগারী এবং নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

---

[১৭] মিশকাত , তাহকীক: আলবানী, প্রথম খন্ড, হা/নং - ৯২৫।

[১৮] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৬।

أَهَمِّيَّـــةُ الصَّـــلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم

দরূদ শরীফের গুরুত্ব

মাসআলাঃ ১৫ = রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়েনা তার জন্য তিনি বদ দুআ' করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم: **رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ .** (صحيح ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الثالث رقم الحديث 2810 .)

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে আমার নাম নেয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়লনা। সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে রমযান মাস আসল কিন্তু সে নিজের পাপ ক্ষমা করাতে পারলনা। আর সে ব্যক্তিও লাঞ্ছিত হোক যে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলনা।** - তিরমিযী।[১৯] (সহীহ)

মাসআলাঃ ১৬ = রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়েনা তার জন্য জিবরীল (আঃ) বদ দুআ' করেছেন আর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলেছেন।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ: رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم: أُحْضُرُوْا الْمِنْبَرَ ، فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ: آمِيْنَ ، ثُمَّ ارْتَقَي الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: آمِيْنَ ، ثُمَّ ارْتَقَي الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:آمِيْنَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ: آمِيْنَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ. (صحيح ، رواه الحاكم ، فضل الصلاة على النبى للألبانى رقم الحديث 19.)

কা'আব ইবনু উজরাহ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মিম্বরের কাছে একত্রিত হও। আমরা উপস্থিত হলাম। যখন তিনি প্রথম স্তরে চড়লেন তখন বললেনঃ হে আল্লাহ কবুল করুন। তারপর যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লেন তখনও বললেনঃ হে আল্লাহ কবুল করুন। তারপর তৃতীয় স্তরে চড়ে আবারো বললেনঃ হে আল্লাহ কবুল করুন। খুতবা শেষে যখন মিম্বর থেকে

[১৯] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নং ২৮১০।

অবতরণ করলেন তখন আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আজ আমরা আপনার থেকে এমন কিছু শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনো শুনিনি। তখন তিনি বললেনঃ আমার কাছে জিবরীল (আঃ) এসে বললঃ *যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হলনা সে বঞ্চিত হোক।* তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লাম তখন তিনি বললেনঃ যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হল কিন্তু সে আপনার উপর দরূদ পড়ল না, সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন তৃতীয় স্তরে চড়লাম, তখন তিনি বললেনঃ যে পিতা-মাতাকে অথবা তাদেও কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলনা সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ কবুল করুন। -হাকিম। [২০] (সহীহ)

মাসআলাঃ ১৭ = যে ব্যক্তি রসূল **ছাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়ে না সে কৃপণ।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.** (صحيح ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى الجزء الثالث رقم الحديث 2811.)

আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না।** -তিরমিযী। [২১] (সহীহ)

عَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ : **إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .** رواه أسماعيل القاضي في فضل للصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ، فضل الصلاة على النبى للألبانى رقم الحديث 37.)

আবুযার (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হল, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না।** -ঈসমাঈল আল্ কাজী। [২২] (সহীহ)

মাসআলাঃ ১৮ = রসূল **ছাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ না করা কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ .** (صحيح ، رواه أحمد وابن حبان والحاكم والخطيب، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى الجزء الأول رقم الحديث 76.)

---

[২০] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ১৯।

[২১] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নং ২৮১১।

[২২] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৩৭।

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে মজলিসে লোকেরা আল্লাহর যিকির করবেনা এবং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়বেনা, সেই মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। যদিও নেক আমলের কারণে জান্নাতে চলে যায়।** -আহমদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, খতীব। [২৩] (সহীহ)

মাসআলাঃ ১৯ = রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ না করা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِىءَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ .** (صحيح ، رواه ابن ماجه ، صحيح سنن ابن ماجة الجزء الأول رقم الحديث 740.)

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়া ভুলে যাবে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে।** -ইবনু মাজাহ। [২৪] (সহীহ)

মাসআলাঃ ২০ = যে দুআ'র পূর্বে দরূদ পড়া হয় না সেই দুআ' কবুল হয় না।

عَنْ أنس رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ** صلي الله عليه وسلم. (حسن ، رواه الطبراني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني الجزء الخامس رقم الحديث 2035 .)

আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যতক্ষণ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়া হবে না ততক্ষণ দুআ' কবুল করা হয় না।** -ত্বাবরানী। [২৫] (হাসান)

---

[২৩] সিলসিলা সহীহা ঃ আলবানী, প্রথম খন্ড, হা/নং ৭৬।

[২৪] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৭৪০।

[২৫] সিলসিলা সহীহা ঃ আলবানী, পঞ্চম খন্ড, হা/নং ২০৩৫। এই হাদীসের স্বপক্ষে একটি মাওকূফ হাসান হাদীস আছে। তা হ'ল, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ দুআ' আসমান ও জমিনের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তার কোন অংশ উপরে উঠেনা। যতক্ষণ না তোমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ কর। (তিরমিযী, হাসান, সহীহ তিরমিযী, হা/নং - ৪৮৬)। -অনুবাদক।

الصَّـــــــلاةُ الْمَسْنُوْنَةُ عَلَى النَّبِيِّ
দরূদ শরীফের মাসনূন শব্দসমূহ

মাসআলাঃ ২১ = নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দরূদের শব্দগুলো নিম্নে দেয়া হলঃ-

(1) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم :قُوْلُوا: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.** (صحيح ، رواه البخاري ، كتاب الأنبياء ، بابا قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا .)

(১) আবু হুমাইদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর দরূদ পড়ব কিভাবে? রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা বল **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা ছাল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং সুপ্রশংসিত। -বুখারী [২৬]

(2)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم ؟ فَقُلْتُ بَلَى فَاهْدِهَا لِي! فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ؟ قُوْلُوْا : **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.** (صحيح ، رواه البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا.)

(২) আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার সাথে কা'আব ইবনু উজরার সাক্ষাৎ হল, তিনি বললেনঃ আমি কি সেই হাদিয়া টুকু তোমার কাছে পৌঁছাবনা যা আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি?। আমি বললামঃ অবশ্যই আপনি আমাকে সেই হাদিয়া দেন। তারপর বললেনঃ আমরা রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি এবং আহলে বাইতের উপর কিভাবে ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? কেননা আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা বলে দিয়েছেন। তিনি

---

২৬ সহীহ আল্ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া।

বললেনঃ তোমরা বলঃ '**আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। 'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -বুখারী।[২৭]

(3) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَي رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَأَخْبِرْنَا بِهَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَصَمَتَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم حَتَّي وَدَدْنَا أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي سَأَلَهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: **إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُوْلُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.** (حسن ، رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ، فضل الصلاة على النبى للألبانى رقم الحديث 59.)

(৩) উকবা ইবনু আমর (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এসে বসল এবং বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা জানি। তবে আপনার উপর কিভাবে ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তা আমাদের বলে দেন। তখন তিনি চুপ থাকলেন এমনকি আমরা ভাবলাম যদি প্রশ্নকারী প্রশ্ন না করত তা'হলে অনেক ভাল হত। তারপর তিনি বললেনঃ তোমরা আমার উপর ছালাত পাঠ করার জন্য বলঃ '**আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -ইসমাঈল কাজী।[২৮] (হাসান)

(4) عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ: قُوْلُوْا : **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ.** (صحيح ، رواه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبى بعد التشهد .)

---

[২৭] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া।

[২৮] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীকঃ আলবানী, হা/নং - ৫৯।

(৪) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেনঃ রসুল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সা'দ ইবনু উবাদার মজলিসে আমাদের কাছে আসলেন। তখন বশীর ইবনু সা'দ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআ'লা আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা আপনার উপর দরূদ পড়ি। আমরা কিভাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি চুপ থাকলেন এমনকি আমরা ভাবলাম যদি প্রশ্নকারী প্রশ্ন না করত তা'হলে অনেক ভাল হত। তারপর তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে পৃথিবীতে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -মুসলিম। [২৯]

(5) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم هذَا التَّسْلِيْمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا : **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ** . (رواه البخاري ، كتاب التفسير ، باب قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبى.)

(৫) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা কিভাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং রসূল মুহাম্মদ এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম এর উপর। -বুখারী। [৩০]

(6) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلاَ أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ خرج علينا رسول الله فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : قُوْلُوْا: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.** (صحيح ، رواه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبى بعد التشهد .)

(৬) আব্দুর রহমান ইবনু আবি লায়লা (রাঃ) বলেনঃ আমার সাথে কাআ'ব ইবনু উজরার সাক্ষাত হল, তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা

---

[২৯] সহীহ মুসলিম, কিতাবুছছালাত।

[৩০] সহীহ আল্ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর।

জানি। তবে আপনার উপর কিভাবে ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। 'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -মুসলিম। [৩১]

(7) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا : **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ .**
(صحيح ، رواه النسائي ، صحيح سنن النسائى الجزء الأول رقم الحديث 1226 .)

(৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা কিভাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম এর উপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম এর উপর। -নাসায়ী। [৩২] (সহীহ)

(8)عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ.** (صحيح ، رواه ابن ماجة ، صحيح سنن ابن ماجة الجزءالأول رقم الحديث 736.)

(৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ আমরা বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা কিভাবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা বলঃ **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা'**। হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ এর উপর এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম এর উপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম এর উপর। -ইবনু মাজাহ। [৩৩] (সহীহ)

---

[৩১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুছছালাত।
[৩২] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২২৬।
[৩৩] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৭৩৬।

(9)عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم أمرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فقال : قُولُوا: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ،إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.** (صحيح ، رواه ابن ماجة ، صحيح سنن ابن ماجة الجزء الأول رقم الحديث 738 .)

(৯) আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পড়ার আদশ দেয়া হয়েছে। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা বলঃ **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে রহমত বর্ষণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের উপর। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও সন্তানদের প্রতি এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -ইবনু মাজাহ। [৩৪] (সহীহ)

(10) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ .** (صحيح ، رواه النسائي ، صحيح سنن للنسائى الجزء الأول رقم الحديث 1225 .)

(১০) যায়দ ইবনু খারিজাহ (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আমার উপর দরূদ পড় এবং অনেক বেশী চেষ্টা করে দুআ' কর। এভাবে বলঃ **'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর রহমত বর্ষণ কর। -নাসায়ী। [৩৫] (সহীহ)

(11)عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ:قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَقُولُوا:**اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.** (صحيح ، رواه أحمد ، فضل الصلاة على النبي للألباني رقم الحديث 68.)

(১১) মুসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) বলেনঃ যায়দ ইবনু খারিজাহ আমাকে বললেন যে, তিনি বলেছেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে কিভাবে সালাম করব তা আমারা জানি। তবে আপনার উপর ছালাত তথা দরূদ কিভাবে পাঠ করব? তখন তিনি বললেনঃ তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করতঃ বলঃ **'আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর

---

[৩৪] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৭৩৮।

[৩৫] সহীহ সুনানু না'সায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২২৫।

এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত। -মুসনাদু আহমদ।[৩৬] (সহীহ)

মাসআলাঃ ২২ = নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম প্রেরণের জন্য মাসনূন শব্দ হল নিম্ন রূপ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوْهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَآءِ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .(صحيح ، رواه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب التشهد في الآخرة.)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আল্লাহই হলেন 'সালাম'। অতএব তোমরা যখন ছালাত আদায় করবে তখন বলবেঃ- **'আত্তাতহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্ত্বাইয়িবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন'** -এরূপ বললে আসমান ও জমিনের প্রত্যেক নেককার ব্যক্তি তা প্রাপ্ত হবে। তারপর বলবে **'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু'**। -বুখারী[৩৭]

মাসআলাঃ ২৩ = দরূদে তুনাজ্জিনা, দরূদে মুকাদ্দাস, দরূদে তাজ, দুরূদে লাকী এবং দরূদে আকবারের শব্দগুলো সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

---

[৩৬] ফযলুচ্ছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ৬৮।

[৩৭] সহীহ আল্ বুখারী, কিতাবুচ্ছালাত ।

مَواطِنُ الصَّــلاةِ عَلَى النَّبِيِّ
দরূদ শরীফ পড়ার স্থানসমুহ

মাসআলাঃ ২৪ = ছালাত শেষ করার পূর্বে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم رَجُلا يَدْعُوفِي صَلاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم . فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم : **عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ** صلي الله عليه وسلم **ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ** . (صحيح ، رواه الترمذى ، صحيح سنن الترمذى الجزء الثالث رقم الحديث 2767.)

ফুজালাহ ইবনু উবাইদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ছালাতে(নামাযে) দুআ করতে শুনলেন। লোকটি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করল না। তখন তিনি বললেনঃ এই লোকটি তাড়াহুড়া করল। তারপর তাকে ডেকে বললেনঃ যখন তোমাদের কেউ ছালাত পড়বে তখন প্রথম আল্লাহর প্রশংসা করবে তারপর নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়বে। অতঃপর যা ইচ্ছা দুআ করবে। -তিরমিযী। [৩৮] (সহীহ)

মাসআলাঃ ২৫ = জানাযার ছালাতে (নামায) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ وَلا يَقْرَأُ فِي شَيْئٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ . (رواه السافعي ، مسند الشافعى الباب الثالث والعشرون فى صلاة للجنائز رقم الحديث 581.)

আবু উমামাহ (রাঃ) বলেনঃ তাঁকে একজন ছাহাবী বলেছেনঃ জানাযার ছালাতে (নামায) সুন্নাত হল, প্রথমে ইমাম তাকবীর বলবে। প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, তারপর (দ্বিতীয়) তাকবীর (এর পর) দরূদ পাঠ করবে এবং (তৃতীয় তাকবীরের পর) মৃতের জন্য বিশেষভাবে দুআ করবে। কুরআন পাঠ করবেনা। তারপর (চতুর্থ তাকবীরের পর) চুপে চুপে সালাম দিবে। -শাফেয়ী। [৩৯] (সহীহ)

মাসআলাঃ ২৬ = আযান শুনার পর দুআ পড়ার পূর্বে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

[৩৮] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নং ২৭৬৭।

[৩৯] মুসনাদুশ শাফেয়ী, ছালাতুল জানায়িয, হ/নং ৫৮১।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم يَقُوْلُ : **إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوْا اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ .** (صحيح ، رواه مسلم ، كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن .)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেনঃ যখন তোমরা মুআয্যিনের আযান শুনবে তখন তাঁর ন্যায় বল। তারপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তাআ'লা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। তারপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য উসীলার দুআ করবে। কারণ উসীলা হল জান্নাতে একটি উচ্চতর মর্যাদা। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু একজনই প্রাপ্ত হবে। আমি আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে উসীলার দুআ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম। [৪০]

মাসআলাঃ ২৭= ঈমানদারের প্রতি সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَال رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم **:لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْداً وَلاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْراً وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي .** (صحيح ، رواه أحمد ، فضل لصلاة على النبى للألبانى رقم الحديث 20.)

আবুহুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **তোমরা আমার কবরকে মেলায় পরিণত করনা। আর তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত করনা। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর দরূদ পড়। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।** -আহমদ। [৪১] (সহীহ)

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **أَكْثِرُوْا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَإِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِي مَلَكاً عِنْدَ قَبْرِي فَإِذَا صَلَّي عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ: يَا مُحَمَّدَ إِنَّ فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنٍ صَلَّي عَلَيْكَ السَّاعَةَ .** (حسن ، رواه الديلمي ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ، الجزء الأول رقم الحديث 1215.)

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়। কারণ আল্লাহ তাআ'লা আমার কবরের কাছে একজন মালাক (ফেরেশতা) নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করে তখন সে মালাক আমাকে বলেঃ হে মুহাম্মদ! অমুকের ছেলে অমুক এই মুহূর্তে আপনার উপর দরূদ পাঠ করেছে।** -দায়লামী। [৪২] (হাসান)

---

[৪০] সহীহ মুসলিম, কিতাবুছছালাত ।

[৪১] ফযলুছছালাত আলান্নাবী- ইসমাঈল কাজী, তাহকীক: আলবানী, হা/নং - ২০।

[৪২] সিলসিলা সহীহা, আলবানী, প্রথম খন্ড, হা/নং - ১২১৫।

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم :**إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ** . (صحيح ، رواه النسائي ، صحيح سنن النسائي الجزء الأول رقم الحديث 1215.)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **নিশ্চয় আল্লাহর কতিপয় ফিরিশতা রয়েছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দেন।** - নাসায়ী। [৪৩] (সহীহ)

মাসআলাঃ ২৮ = *জুমার দিন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা চাই।*

عَنْ ابِيْ مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **أَكْثِرُوْا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ.** (صحيح ، رواه الحاكم والبيهقي ، صحيح الجامع الصغير الجزء الأول رقم الحديث 1219.)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **জুমার দিন আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়, কারণ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ পড়বে তার দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।** -হাকেম, বায়হাকী। [৪৪] (সহীহ)

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيْهِ قُبِضَ ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ.** قَالَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ فَقَالَ: **إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَي الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.** (صحيح ، رواه أبوداؤد ، صحيح سنن أبوداؤد ، الجزء الأول رقم الحديث 925.)

আউস ইবনু আউস (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **সর্বোত্তম দিন হল, জুমার দিন। এই দিনে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনেই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে, এই দিনেই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এই দিনেই লোকেরা বেহুশ হবে। অতএব তোমরা এই দিনে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।** ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমাদের দরূদ কিভাবে পৌঁছানো হবে? আপনি তো' মাটিতে মিশে যাবেন। তখন তিনি বললেনঃ **নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা জমিনের উপর নবীদের শরীর খাওয়া করা হারাম করেছেন।** -আবুদাউদ। [৪৫] (সহীহ)

---

[৪৩] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২১৫।

[৪৪] সহীহুল জামিউস সাগীর, প্রথম খন্ড, হা/নং ১২১৯।

[৪৫] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৯২৫।

মাসআলাঃ ২৯ = দুআ' ও মুনাজাত করার সময় আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর দরূদ পড়ার আদেশ রয়েছে।

عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: بَيْنَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي. فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ** ، قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللهَ وَصَلَّي عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم . فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم : **أَيُّهَا الْمُصَلِّي أُدْعُ تُجَبْ .** (صحيح ، رواه الترمذى ، صحيح سنن الترمذى الجزء الأول رقم الحديث 2765 .)

ফুযালাহ ইবনু উবাইদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে ছালাত আদায় করল তথায় সে বললঃ হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করা এবং দয়া কর। তখন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ **হে ছালাত আদায়কারী! তুমি তাড়াহুড়া করে ফেলেছো। যখন তুমি ছালাত আদায় করতে গিয়ে বসবে তখন আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে তারপর আমার উপর দরূদ পড়বে তারপর দুআ' করবে।** ফুযালা (রাঃ) বলেনঃ তারপর আর এক লোক ছালাত আদায় করল। সে আল্লাহর প্রশংসা করল এবং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়ল। তখন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ **হে ছালাত আদায়কারী! তুমি দুআ' কর তোমার দুআ গ্রহণযোগ্য হবে।** - তিরমিযী।[৪৬] (সহীহ)

মাসআলাঃ ৩০ = গুনাহ ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দরূদ পড়া সুন্নাত।

মাসআলাঃ ৩১ = দরূদ শরীফ গুণাহ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্নতা থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ قَالَ: **مَا شِئْتَ** . قُلْتُ: الرُّبُعَ . قَالَ: **مَاشِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.** فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ: **مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ.** قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: **إِذاً تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.** (حسن ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الثانى رقم الحديث 1999 .)

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করি। আমি কত দরূদ পড়ব? তিনি বললেনঃ যত তোমার মন চায়। আমি বললামঃ চতুর্থাংশ? তিনি বললেনঃ যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললামঃ দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ যত মন চায়। তবে আরো বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললামঃ আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দুর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে। -তিরমিযী।[৪৭]

---

[৪৬] সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হা/নং ২৭৬৫।

[৪৭] সহীহ সুনানু তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, হা/নং ১৯৯৯।

মাসআলাঃ ৩২ = রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শুনা, পড়া কিংবা লেখার সময় দরূদ পড়া সুন্নাত।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : **اَلْبَخِيْلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .** (صحيح ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الثالث رقم الحديث 2811.)

আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম নেয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না।** -তিরমিযী।[৪৮] (সহীহ)

মাসআলাঃ ৩৩ = মসজিদে প্রবেশ করা ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম করা সুন্নাত।

عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ : **بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي ، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ** ، وَإِذَاخَرَجَ قَالَ: **بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ .** (صحيح ، رواه ابن ماجه ، صحيح سنن ابن ماجة للألبانى الجزء الأول ، رقم الحديث 625.)

ফাতেমা বিনতু মুহাম্মদ (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেনঃ **'বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'** অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আমি মসজিদে প্রবেশ করছি, আল্লাহর রসূলের উপর শান্তি হোক, হে আল্লাহ! আমার গুণাহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খোলে দাও। আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেনঃ **'বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাদলিকা'** অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আমি মসজিদ থেকে বের হচ্ছি, আল্লাহর রসূলের উপর শান্তি হোক, হে আল্লাহ! আমার গুণাহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজা খোলে দাও। -ইবনু মাজাহ।[৪৯] (সহীহ)

মাসআলাঃ ৩৪ = ছালাত শেষে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম পৌছানো সুন্নাত।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.** (حسن ، رواه أبويعلي ، عدة الحصن الحصين ، رقم الحديث 213.)

---

[৪৮] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নং ২৮১১।

[৪৯] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খন্ড, হা/নং ৬২৫।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছালাত থেকে সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেনঃ **সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াছিফূন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! লোকেরা যা বলে তা থেকে তুমি পবিত্র এবং মর্যাদা পূর্ণ, সকল নবীদের উপর সালাম ও শান্তি হোক, আর সকল প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। [৫০] (হাসান)

মাসআলাঃ ৩৫ = প্রত্যেক মজলিসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَي نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ** . (صحيح ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الثالث رقم الحديث 2691 .)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ **কোন সম্প্রদায় যদি কোন মজলিসে বসে এবং তাতে আল্লাহর স্মরণ করে না এবং রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়ে না, তাহলে সেই মজলিস তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। অতএব তিনি চাইলে তাদের শাস্তি দিবেন কিংবা তাদের ক্ষমা করে দিবেন**। -তিরমিযী। [৫১] (সহীহ)

মাসআলাঃ ৩৬ = প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় দরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : **مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ** . (حسن ، رواه الطبراني ، صحيح الجامع الصغير للألبانى رقم الحديث 6233.)

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি সকালে দশ বার দরূদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে সে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে**। -ত্বাবরানী। [৫২] (হাসান)

মাসআলাঃ ৩৭ = আযানের পূর্বে দরূদ পাঠ করা সূন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

মাসআলাঃ ৩৮ = যে কোন ফরজ ছালাতের পর উচ্চস্বরে সম্মিলিত ভাবে দরূদ পাঠ করা সূন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

মাসআলাঃ ৩৯ = জুমার ছালাতের পর দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে সম্মিলিত ভাবে দরূদ পাঠ করা সূন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

---

[৫০] উদ্দাতুল হিসনুল হাসীন, হা/নং , ২১৩ ।

[৫১] সহীহ সুনানু তিরমিযী, তৃতীয় খন্ড, হা/নং ২৬৯১।

[৫২] সহীহুল জামিউস সাগীর, হা/নং ৬২৩৩।

الأحاديث الضعيفة والموضوعة
দরূদ সম্পর্কীয় দুর্বল হাদীস সমূহ

(1) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِيْنَ عامًا، فَقِيْلَ لَهُ: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتَعْقِدُ وَاحِدًا. رواه الخطيب

(১) আনস (রাঃ) বলেনঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **"যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশিবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন"**। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করা হবে? বললেনঃ বল **-"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া নাবীয়্যিকা ওয়া রাসূলিকান নবীয়্যিল উম্মিয়্যি"**।
আলোচনাঃ এই হাদীসটি জাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন -সিলসিলা যয়ীফাহঃ ১/ হা/নং ২১৫।

(2) عَنْ يُوْنُسَ مَوْلَي بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَوْ ابْنِ عُمَرَ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم ؟ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَي سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَإِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الخير اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ وَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَي آلِ إِبْرَاهِيْمَ. رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة النبي صلي الله عليه وسلم

(২) হাসেম গোত্রের আযাদকৃত দাস ইউনুচ বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে জিজ্ঞেস করলামঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়ার নিয়ম কি? তিনি বললেনঃ **"আল্লাহুম্মাজআ'ল ছালাওয়াতিকা ওয়া বারাকাতিকা ওয়া রাহমাতিকা আলা সাইয়িদিল মুরসালীনা ওয়া ইমামিল মুত্তাকীনা ওয়া খাতামিন্নাবিয়্যীনা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া ইমামিল খাইরি ওয়া ক্বায়িদিল খাইরি, আল্লাহুম্মাবআ'ছহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি মাকামান মাহমূদান ইয়াগবিতুহুল আউওয়ালূনা ওয়াল আখিরূনা, ওয়া ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম"**।
আলোচনাঃ এই হাদীসটি দুর্বল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ফজলুচ্ছালাত আলান্নাবী' হা/নং ৬১।

(3) مَنْ صَلَّي عَلَيَّ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُنُوبِهِ ذَرَّةٌ .

(৩) **"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে তার কোন গুনাহ থাকবেনা"**।
আলোচনাঃ এই হাদীসটি জাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কাশফুল খাফা, হা/নং ২৫১৬।

(4) مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ وَزَارَ قَبْرِي وَغَزَا غَزْوَةً وَصَلَّ عَلَيَّ فِي الْمَقْدِسِ لَمْ يَسْأَلْهُ اللهُ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ .

(৪) যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ আদায় করে আর আমার কবর যিয়ারাত করে আর যুদ্ধ করে এবং বাইতুলমুকাদ্দাসে আমার উপর দরূদ পড়েছে তাকে আল্লাহ্ তাআ'লা ফরয বিধানাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি যয়ীফ। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- ফযলুচ্ছালাতি আলান্নাবিয়্যি: শায়খ আলবানী, হা/নং ৬১।

(4) الصَّلَاةُ عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ. رواه التيمي

(৫) "রসূল ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়া দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল মাকাছিদুল হাছানাহঃ হা/নং ৩৬০।

(6) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: ((لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لم يُصَلِّ عَلَي النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم .رواه الطبراني

(৬) সাহাল ইবনু সাআ'দ (রাঃ) বলেনঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি রসূল ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়েনি তার ওযু হবেনা।** -তাবরানী।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি যয়ীফ তথা দুর্বল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ যয়ীফুল জামিউসসাগীর, আলবানী, ২/ হা/নং ৬৩৩১।

(7) كُلُّ الأَعْمَالِ فِيهَا الْمَقْبُوْلُ وَالْمَرْدُوْدُ إِلاَّ الصَّلَاةُ عَلَيَّ فَإِنَّهَا مَقْبُوْلَةٌ غَيْرَمَرْدُوْدَةٍ

(৭) সকল আমলের কিছু গ্রহন যোগ্য হয় আর কিছু অগ্রহন যোগ্য। কিন্তু আমার জন্য পঠিত দরূদ কখনো অগ্রাহ্য হয়না। বরং সর্বদা গৃহিত হয়।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি যয়ীফ। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ আলফাওয়ায়িদুল মাওযূআঃ হা/নং ১০৩১।

তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ ঃ

(১) কিতাবুত্‌ তাওহীদ

(২) ইত্তেবায়ে সুন্না

(৩) কিতাবুত্‌ ত্বাহারা

(৪) কিতাবুস্‌ সালা

(৫) কিতাবুস্‌ সিয়াম

(৬) কিতাবুস্‌ সালা আলান্‌ নাবী (সঃ)

(৭) কবরের বর্ণনা

(৮) জান্নাতের বর্ণনা